

শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ



AHLUL HAQQ
publications

শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications

উবাদাহ ইবনে আস-সামিত رضي الله عنه বলেন, “নবী ﷺ আমাদের ডেকেছিলেন, আর আমরা তাঁর কাছে ইসলাম-এর উপর বায়আত দিয়েছিলাম। যে শর্তগুলো তিনি আমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল, আমরা শুনবো ও মান্য করবো—সক্রিয় অবস্থায় হোক বা ক্লান্ত অবস্থায়, কঠিন সময়ে হোক বা সহজ সময়ে। আমরা শাসকের অধিকার আদায় করবো, যদিও সে আমাদের অধিকার আদায় না করে। আমরা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না, যতক্ষণ না আমরা তার কাছ থেকে প্রকাশ্য কুফর (অবিশ্বাস) দেখতে পাই, যার জন্য আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ থাকবো।”

ইমাম আন-নাওয়াযী বলেছেন, “কাদ্বী ইয়াদ্ব বলেছেন, ‘উলামাদের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, নেতৃত্ব (ইমামাহ) কোনো কাফিরের হাতে দেওয়া বৈধ নয়। আর যদি তার পক্ষ থেকে কুফর প্রকাশ পায় (নেতৃত্ব পাওয়ার পর), তবে তাকে অপসারণ করা হবে...। তাহলে, যদি তার পক্ষ থেকে কুফর, শরীয়তের পরিবর্তন, বা বিদআত প্রকাশ পায়, তাহলে সে আর শাসক থাকার অধিকার রাখে না, তার প্রতি আনুগত্যও বাতিল হয়ে যায় এবং মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায় তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো, তাকে অপসারণ করা, এবং একজন ন্যায়পরায়ণ ইমাম নিয়োগ করা—যদি তাদের সে সামর্থ্য থাকে। অতঃপর যদি তা সম্ভব না হয় একটি দল (ত্বাঈফাহ) ব্যাতিত তাহলে তাদের (দলটির) ওপর ওয়াজিব হয়ে যায় কাফির শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ও তাকে অপসারণ করা। আর বিদা’আতীর

ক্ষেত্রে এটি ওয়াজিব নয় যদি না তারা মনে করে যে তারা এটি করতে সক্ষম। আর যদি অক্ষমতা নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব নয়। তবে মুসলিমদের অবশ্যই তার ভূমি থেকে হিজরত করতে করতে হবে এবং নিজের দ্বীন রক্ষা করতে হবে।”¹

আল-হাফিয ইবনে হাযার আল-আসকালানী رحمه الله বলেছেন, “আদ-দাউদী বলেছেন, আলেমগণ এ বিষয়ে (ঐক্যবদ্ধ) যে, যদি যালিম [মুসলিম] শাসকদের অপসারণ করা সম্ভব হয় ফিতনা (যুদ্ধ-সংঘর্ষ) ছাড়া, তবে তাদের অপসারণ করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি তা ফিতনা (যুদ্ধ-সংঘর্ষ) ডেকে আনে, তবে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। আর কিছু আলেমের মত হলো—কোনো ফাসিক (যালিম) ব্যক্তিকে শাসক পদে বসানো বৈধ নয়, যদি সে শুরু থেকেই ফাসিক হয়। কিন্তু যদি তাকে ন্যায়পরায়ণ অবস্থায় শাসক করা হয় এবং পরে সে যুলুম করে, তবে এ ধরনের (ফাসিক) শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রসঙ্গে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক মত হলো যে, তা হারাম। কিন্তু যদি শাসক কুফর করে বসে, তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব।”²

ইবনে হাযার رحمه الله এছাড়াও সালাফ থেকে বর্ণনা করেন, “ফুকাহা (আলেমগণ) ইজমা দ্বারা একমত, যে পাপাচারকারী (মুয়াহিদ মুসলিম) শাসকের প্রতি আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি তাঁর অধীনে কুফারদের বিরুদ্ধে জিহাদ সংঘটিত করা বৈধ এবং পাপী শাসকের প্রতি আনুগত্য করা বিদ্রোহ থেকে উত্তম, বিশেষ করে

¹ সহিহ মুসলিম শরহ আন-নাওয়াযী

² ফাতহুল বারী (১৩/১০)

রক্তপাত এড়াতে...। আলেমরা এই বাধ্যবাধকতা থেকে কাউকে আলাদা করেনি, কেবল তখনই বিকল্প নেই—যদি শাসক স্পষ্টভাবে কুফর করে, তখন শাসকের সেই বিশেষ বিষয়ে অনুগত্য করা জায়েজ নয়; বরং তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব, যার তা করার সামর্থ্য আছে”³

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ না করা এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ নিষিদ্ধ করা শাসকদের প্রসঙ্গে বলেছেন, “যে কোনো দল এগুলো পালন করতে অস্বীকার করবে, যদিও তারা এর (ওয়াজিব হওয়া) স্বীকার করে নেয়, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। আর এ ব্যাপারে আমার জানা মতে কোনো ইখতিলাফ নেই”⁴

আলিমদের বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তারা ফাসিক জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মুবতাদি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে পার্থক্য করেছেন—এবং কিছু আলিম এ জন্য “ফিতনা ছাড়াই তাকে অপসারণের সামর্থ্য” শর্তারোপ করেছেন। যেমন আল-কাদ্বী ইয়াদ্ব رحمه الله বলেছেন, “আর মুবতাদি শাসকের ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব নয়, যদি না তারা মনে করে যে তারা তা করার সামর্থ্য রাখে”। এবং আদ-দাউদী رحمه الله বলেছেন, “আলিমগণ জালিম (মুসলিম) শাসকদের বিষয়ে একমত যে, যদি ফিতনা (যুদ্ধ) ছাড়াই অপসারণ করা সম্ভব হয়, তাহলে তা করা ওয়াজিব”।

³ ফাতহুল বারী (১৩/৯)

⁴ মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২৮/৫০৩-৫০৪)

কিন্তু যে শাসক কুফরীতে লিপ্ত হয়, তার ক্ষেত্রে আলেমগণ কেবলমাত্র এটিকে জায়েয বলেছেন তা-ই নয়, বরং তারা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব — যদিও এতে রক্তপাত ঘটে।

যেমনটা ইবনে হাজার رحمه الله বলেছেন, “কিন্তু যে শাসক কুফর করে, তাহলে তা ওয়াজিব।” “যদি শাসক স্পষ্টভাবে কুফর করে, তখন শাষকের সেই বিশেষ বিষয়ে অনুগত্য করা জায়েজ নয়; বরং তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব, যার তা করার সামর্থ্য আছে।”

এবং কাদ্বী ইয়াদ্ব বলেছেন, “অতঃপর যদি তা সম্ভব না হয় একটি দল (ত্ব’ঈফাহ) ব্যাতিত তাহলে তাদের (দলটির) ওপর ওয়াজিব হয়ে যায় কাফির শাষকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ও তাকে অপসারণ করা।”

তাহলে কি এটা বলা যায় যে, যে ব্যক্তি কাফির ত্বগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ করে— তারা “খাওয়ারিজ”? যদিও রাসূল ﷺ প্রকৃত খাওয়ারিজকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—

“তারা ইসলামের অনুসারীদের হত্যা করবে, আর মূর্তিপুজারীদের ছেড়ে দেবো।”

তাহলে কারা সেই উল্লেখিত ব্যাক্তিরা যারা তাওহীদের যোদ্ধাদের হত্যা করে, জবেহ করে, কারাগারে নিক্ষেপ করে, তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে, নির্যাতন করে, যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, বন্দী করে এবং জায়োনিস্ট ও ক্রুসেডারদের হাতে সোপর্দ করে? কারা তারা, যারা সমগ্র বিশ্বে অসহায় লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে ক্রুসেডারদের গণহত্যা করতে সাহায্য করে; এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপদ্বীপে

ক্রুসেডারদের আশ্রয় প্রদান করতে থাকে? কে সেই ব্যক্তির, যারা শুধু মুশরিকদের “ছেড়ে দিচ্ছে” না; বরং তারা প্রতিটি পদক্ষেপ নিচ্ছে, যাতে জায়েনিস্ট ও ক্রুসেডাররা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপদ্বীপে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারে? কারা সেই ব্যক্তির, যারা White Palace-এর কাফিরদের সন্তুষ্ট করার জন্য মুসলিমদের হত্যা করছে? কারা সেই ব্যক্তির, যারা ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিলিতভাবে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? কারা সেই ব্যক্তির, যারা যে কাউকে হত্যা করতে প্রস্তুত থাকে জায়েনিস্ট ও ক্রুসেডারদের স্বার্থ হাসিলের জন্য, তবুও তারা নিজেদের মুসলিম দাবি করার সাহস করে? কারা সেই ব্যক্তির, যারা মুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়াহ নেয় এবং জায়েনিস্ট ও ক্রুসেডারদের অনুদান দেয়? কারা সেই ব্যক্তি, যারা একজন ক্রুসেডারের পাশে নিরাপদ বোধ করে, কিন্তু একজন মুজাহিদের পাশে হুমকির সম্মুখীন হয়? এবং হয়তো আপনার কাছে প্রকৃত খাওয়ারিজ কারা— তা স্পষ্ট হয়ে যাবে...

যে উপদ্বীপ একসময় ছিল ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ﷺ উভয় নবীর আশ্রয়স্থল, নির্ভীক সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ভূমি, যে ভূমি থেকে ইসলামের সৈনিকরা রওনা হয়ে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যকে হাঁটু গেড়াতে বাধ্য করেছিল—যে ভূমি থেকে ইসলামের পতাকা স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত, মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল; যে ভূমি ছিল মুসলিমদের রক্ষাকারী ভূমি, তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদ

ঘোষণাকারী ভূমি, এবং পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমদের সাহায্যকারী ভূমি, যেখানে মুজাহিদরা আশ্রয় পেত...

আজ সেই একই ভূমি থেকে জায়েনিস্ট যুদ্ধবিমান আর ক্রুসেডারদের বোমারু বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র উড়াল দেয়, দুর্বল মুসলিম শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে; আজ সেই একই ভূমি থেকে ক্রুশের সেনারা মুসলিম ভূমির বিরুদ্ধে তাদের অভিযান চালাচ্ছে... এমনকি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ইরাক আক্রমণ করা এমন কোনো জেট/বোমারু বিমান নেই, যা আরব উপদ্বীপ থেকে উড্ডয়ন করেনি; আজ এই ভূমি হয়ে গেছে জায়েনিস্ট ক্রুসেডারদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, এবং এখান থেকেই তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড চালু করছে...। হে তাওহীদের ভাই! তুমি কি তোমার নেতা ও আলেমদের অন্ধভাবে অনুসরণ করবে কিতাব ও সুন্নাহর দলিলের বিরুদ্ধে?— নাকি তুমি তোমার প্রতিপালক আল্লাহর আনুগত্য করবে, যখন তিনি বলেন, “তাদেরকে গ্রেফতার কর এবং যেখানেই তাদেরকে পাও, হত্যা কর। তাদের মধ্য হতে কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী গ্রহণ করো না।...তাদেরকে গ্রেফতার কর আর যেখানেই পাও হত্যা কর, এরাই হচ্ছে সেই সব লোক তোমাদেরকে যাদের বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি।”[সূরা নিসা: ৮৯,৯১]। তুমি কি তোমার নবীﷺ-এর আনুগত্য করবে না, যখন তিনি তার শেষ উপদেশে বলেছিলেন: “ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও।” না কি তুমি দাবি করবে যে মুওয়াহহিদগণই খারিজি?

আর কারা তারা, যারা জায়েনিস্ট ক্রুসেডারদের পাশে নিজেকে নিরাপদ মনে করে?— সেই একই শয়তানের বাহিনী, যারা চেকনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মীর,

ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান এবং ইরাকে মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে এসেছে! এরা সেই মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী, যারা নিজেদেরকে আরও নিরাপদ ও “সুরক্ষিত” মনে করে সেই একই জায়নবাদী ক্রুসেডারদের পাশে—যারা মুসলমানদের কুকুরের শিকলে বেঁধে তাদের সাথে নিকৃষ্ট কাজ করে, এবং নির্যাতন চালায়! আর এই মুরতাদরা যায় সেই জায়েনিস্ট ক্রুসেডারদের সাদা প্রাসাদে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানকে অভিনন্দন জানাতে।